অর্থ খরচ, প্রচার, অতঃপর ভারত ‘স্বচ্ছ’ হল?

পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত স্বচ্ছ হবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর চালু হয়েছিল কর্মসূচি। চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পাঁচ বছর, অর্থাৎ ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের সব নাগরিকের বাড়িতে শৌচালয় তৈরি এবং তা নিয়মিত ব্যবহারের অভ্যাস নিশ্চিত করবেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন আগামী বছর গান্ধী জয়ন্তীর দিন তিনি ভারতকে পূর্ণ স্বচ্ছ ঘোষণা করবেন। আধুনিক গবেষণা বলে স্বচ্ছতার প্রভাব মাপার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল সার্বিক জনস্বাস্থ্য। পরিবেশ স্বচ্ছ হলে সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। জনস্বাস্থ্যের অন্যতম পরিমাপ মহামারী। মহামারীর প্রকোপ কমলে বলা যেতে পারে স্বচ্ছতা বেড়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি গ্রহণের আগে প্রকোপ যা ছিল এখনও তাই আছে বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেড়েছে। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, হেপাটাইটিস-ই-এর মতো রোগ, যা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সরাসরি নির্ভরশীল সেগুলি মোটেও কমেনি। এই প্রকল্প শুধুমাত্র শৌচাগার নির্মাণের উপর জোর দিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দুর্বল ম্যানেজমেন্টের জন্য সামগ্রিক সচেতনতা বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী থেকে শুরু করে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, সবাই সরকারি বিজ্ঞাপনে ঝাড়ু হাতে ‘পোজ’ দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি? বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছে বিজ্ঞাপনে, কিন্তু সে ভাবে জনশিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। গ্রামাঞ্চলে জঞ্জাল ফেলার কোনও ব্যবস্থাই নেই। ভারতের মতো এক বিশালায়তন দেশ যখন পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস রপ্ত করতে পারে না, তখন সমস্যা আরও বড়ো চেহারা নেয়। যে কারণে এর আগেও এ ধরনের সরকারি উদ্যোগ

শুভ্রজিৎ চন্দ

ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ নিকাশি প্রকল্প, ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় জাতীয় নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প। কোনওটাই সফল হয়নি। মোদীর ‘স্বচ্ছ ভারত’ অভিযানও আশাজনক নয় এবং তার জন্য সরকারি গাফিলতির থেকেও বেশি অপরাধী সাধারণের মানসিকতা।

সুজন কুমার দাস, জিয়াগঞ্জ , মুর্শিদাবাদ

পুঁজি বনাম ঐতিহ্য

রাজপরিবারের বিয়ে নিয়ে ব্রিটেনে এবং তৎসহ সারা বিশ্বে তোলপাড় হয়ে গেল। কারণ কন্যা মেগান মার্কল তেমন গৌরী নন, এটি তাঁর প্রথম বিবাহ নয় এবং তিনি অভিনেত্রী। কিন্তু এহ বাহ্য! বিবাহের ঠিক আগে রাজকুমার হ্যারি ও তাঁর হবু স্ত্রীর ছবিলাঞ্ছিত কন্ডোমের বিজ্ঞাপন বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়ে গেল। ব্রিটিশ রাজপরিবারের বিয়ে উপলক্ষ্যে যৌনতার গন্ধ এই ভাবে প্রকট হবে, তা ছিল ভাবনার অতীত। কিন্তু সেটাই ঘটল। অর্থাৎ, বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্যের সাফল্যের আজ আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বনেদিয়ানার সজীবতা রক্ষা করা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় বিশ্বায়িত দুনিয়ার পুঁজিপুঞ্জের গতিপ্রকৃতি নতজানু হয়ে স্বীকার করে নেওয়ার মতো মন। প্রচার ও প্রসারের বৃহত্তর বাণিজ্যিক সাফল্যের সামনে প্রতিরোধ ভেঙে খুলতে বাধ্য হল শতাব্দী প্রাচীন একটি রাজপরিবারের সিংহ দরজা। ভিক্টোরিয় নীতিবোধের আয়নায় যা ছিল একদা সম্ভাবনার সুদূর পারে, একুশ শতকে তারই নির্ঝরের মতো স্বপ্নভঙ্গ। পুঁজির পায়ের ছাপে ছাপে আঁকা হয়ে রইল রাজপরিবারে নববধূর পদার্পণের মঙ্গলবার্তা।

শোভনলাল চক্রবর্তী, কলকাতা ৯৪

চাকুরে মার্কস

এই চিঠি ‘কার্ল মার্কস ২০০’-র (২৭-০৫) প্রেক্ষিতে। প্রথম পাতায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ‘মার্কস জীবনে কখনও কোনও চাকরি করেননি’। ওই তথ্য ভুল। ১৮৪১ সালের ১৫ এপ্রিল মার্কস তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি ইউনিভার্সিটি অফ জেনা থেকে পাওয়ার পরে অক্টোবর ১৮৪২ থেকে মার্চ ১৮৪৩ পর্যন্ত জার্মানির Cologne শহরে Rheinische Zeitung নামক পত্রিকার সম্পাদকের চাকরি করেছিলেন। সেই পত্রিকা বন্ধ হলে তিনি ফ্র্যাঙ্কো-জার্মান এনালস পত্রিকায় বছরে ৫৫০ thaler এর মাইনে নিয়ে সহ-সম্পাদক হন আর্নল্ড রুজের সঙ্গে। [সূত্র: David Mclellan, Karl Marx: A Biography (পেপারব্যাক, ১৯৯৫, পৃ. ৩২-৯০); Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস: ২০০৫, পৃ. ৯৯); Peter Singer, Marx: A Very Short Introduction (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস: ২০০০, পৃ. ৫)।

মইদুল ইসলাম, ই-মেল মারফৎ প্রাপ্ত

সিটি নামক শিল্পকে এবার সর্বজনীন করার প্রয়াস। সর্বস্তরে তাকে ছড়িয়ে দিতে সিটি-শিল্পীরা আজ বদ্ধপরিকর। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সেই এগিয়ে চলার শুরু।

প্রবেশাধিকার পায় নি। পূজার্চনা, শ্রাদ্ধ অ
সচরাচর সিটি পড়তে দেখা যায় না। শাস্ত্রী
রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুষ্ঠানেও
না। এই শিল্পকর্মের এক ভিন্ন চরিত্র তা
নির্দিষ্ট জায়গায় সিটি মারতে বাধা দিয়ে
দিন বদলেছে। সিটি নামক অসাধারণ শি
করার প্রয়াস। সমাজের সর্বস্তরে সিটিকে
শিল্পীরা আজ বদ্ধপরিকর। শান্তিনিকেত
দিয়ে সেই এগিয়ে চলার প্রয়াস শুরু হল
প্রদান, শোকসভা, অনশন মঞ্চ বা রবী
শাহিদ পারভেজ, শিবকুমার শর্মা বা জ
শিল্পীরা বাজনা শেষ করে গুনবেন কটা
অল আমরা তো আজ আর গতিহীন সভ
গতিশীল আঠারোয়, আদ্যন্ত ডিজিটাল
শাহেনশার মতো বাস্তবের শাহেনশা
উঠে নাটকীয় ভঙ্গিতে যে-ই না বলে উ
হাম তুমারে বাপ হোতে হ্যায়, নাম হ
চারদিকে জমিয়ে সিটি...।

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— **প্রতি সম্পাদক**, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ । ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮ । ই-মেল: eisamay@timesgroup.com

নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com

আমাদের google.c

Ei Samay 31/05/2018